© UNICEF/NYHQ2009-0870/SOKOL

শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতি

১২৩৪৫৬৭৮৯১০

unicef

THE GLOBAL COMPACT

Save the Children

© UNICEF/NYHQ2008-1775/PIROZZI

ভূমিকা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো শিশু, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম। অনেক দেশেই শিশু ও তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা সে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিশুদের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য, হোক তা ছোট বা বড়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই শিশুদের জীবনকে প্রভাবিত করে। শিশুরা ভোক্তা, কর্মজীবীদের পরিবারিক সদস্য, তরুণ কর্মী এবং ভবিষ্যতের চাকুরজীবী ও ব্যবসায়িক নেতা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যেসব কমিউনিটি ও পরিবেশে পরিচালিত হয়, শিশুরা সেগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

সমাজে সরকার ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতনতার যোগসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এখন শিশুদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি দেওয়া সময়ের দাবি। শিশুরা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও দুঃস্থ সদস্য এবং এটা সমাজে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপনের সুযোগ না থাকারই প্রমাণ। তারা কদাচিৎ তাদের মত প্রকাশ করতে পারে অথবা সমাজে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সঙ্গে খুব কম ক্ষেত্রেই পরামর্শ করা হয়, এমনকি বিদ্যালয় ও বিনোদনের স্থানসমূহের বিষয়ে পরিকল্পনার মতো যেসব সিদ্ধান্ত তাদের প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না বা তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় না। তারপরও যখনই অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে শিশুরা দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা প্রয়োজনীয় বিকল্প চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

শিশুদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের দীর্ঘস্থায়ী এবং এমনকি অপরিবর্তনীয় প্রভাব পড়তে পারে। শৈশবকাল শারীরিক ও মানসিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এক অনন্য সময়কাল। তরুণ-তরুণীদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ এ সময়টাতে ভাল বা মন্দ দু'ভাবেই চিরস্থায়ীভাবে প্রভাবিত হতে পারে। শিশুর জীবনে তার বেড়ে ওঠার বছরগুলোতে বেঁচে থাকা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং পরিচর্যা ও মমতা প্রয়োজন।

শিশুরা এমনকি পূর্ণবয়স্কদের চেয়ে আলাদাভাবে ও আরো বেশি প্রকটভাবে প্রতিদিনকার বিড়ম্বনার শিকার হতে পারে। তাদের শারীরিক গঠনের কারণে শিশুরা অনেক উচ্চমাত্রায় দূষণের শিকার হয় এবং এভাবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিশুদের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকা বা এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি প্রায়ই অদৃশ্যমান থেকে যায়। খুব প্রচলিত উদাহরণগুলোতে দেখা যায়, শিশুরা মালামাল সরবরাহে কুলি হিসেবে অবৈধভাবে কাজ করছে, কোম্পানির ভেতরে বা আশপাশে কাজ করছে, বাড়িতে গৃহপরিচারকের কাজ করছে, ব্যবসায়িক পণ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে, শিশরা নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা আটক হচ্ছে ও কারাগারে যাচ্ছে এবং অভিবাসী কর্মীদের শিশুরা বাড়ি ছাড়ছে।

এখন পর্যন্ত শিশুশ্রম প্রতিরোধ বা তা নির্মূলে শিশুদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা হয়েছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও তা নির্মূলে প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ ও পদক্ষেপের বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতি শিশুদের ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবের বৈচিত্র্যও তুলে ধরে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সার্বিকভাবে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, যেমন, তাদের পণ্য ও সেবা এবং তাদের বিপণন পদ্ধতি ও পরিবেশনের ব্যবস্থা; পাশাপাশি জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও স্থানীয় কমিউনিটিসমূহে তাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রভাব।

শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সমর্থন দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা শিশুদের স্বার্থের ক্ষতি প্রতিরোধ করা এবং সক্রিয়ভাবে তাদের স্বার্থের সুরক্ষা দেয়া। ব্যবসায়ের মূল কৌশলসমূহ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থের প্রতি সম্মান দেখানো ও সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে তারা তাদের ব্যবসায়ের মুনাফা নিশ্চিত করেও তাদের ব্যবসা স্থিতিশীল করতে বিদ্যমান উদ্যোগসমূহকে শক্তিশালী করতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগসমূহ সুনাম অর্জন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো ও 'ব্যবসা পরিচালনার জন্য সামাজিক অনুমোদন' নিশ্চিত করতে পারে। শিশুদের প্রতি অঙ্গীকার একটি উদ্বুদ্ধ কর্মবাহিনী নিয়োগদান এবং তা পরিচালনায়ও সহায়তা করে। কর্মীদের মাতাপিতা ও প্রতিপালক হিসেবে ভূমিকা পালনে সহায়তা করা এবং তরুণ কর্মী ও মেধাবী প্রজন্মকে তুলে ধরার মতো কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিতে পারে। পণ্য ও সেবা আরো ভালভাবে শিশুদের চাহিদা কিভাবে মেটাতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করা হলে সেটাও নতুনত্ব আনা এবং নতুন বাজার তৈরির উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। সবশেষে, শিশুদের জন্য কাজ করলে তা দৃঢ় কমিউনিটি তৈরিতে সহায়তা করে যা ব্যবসার জন্য স্থিতিশীল, সর্বব্যাপী এবং টেকসই পরিবেশ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর অধিকার এবং তাদের কল্যাণের উপর ব্যবসায়ের প্রভাব অনুধাবন ও তা চিহ্নিতকরণে একটি সমন্বিত কাঠামোর যোগান দেয় শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতিসমূহ। সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ও ইউনিসেফ আশা করে যে, এই মূলনীতিসমূহ শিশুদের সঙ্গে সকল ব্যবসায় যে মিথস্ক্রিয়া হয় তাতে অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতি

© UNICEF/NYHQ2011-1404/PAGE

শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতিসমূহ শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সমর্থন করার মতো পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করে দেয়। এই নীতিতে শিশু অধিকার সনদ, এবং চাকুরির সর্বনিম্ন বয়স বিষয়ক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ (নং ১৩৮), একই সংস্থার শিশু শ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরন সংক্রান্ত সনদের (নং ১৮২) সমন্বয়ে শিশু অধিকারের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে এই মূলনীতি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে ''শিশু সংশ্লিষ্ট সকল পদেক্ষপের ক্ষেত্রে..... শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষাই হবে প্রাথমিক বিবেচ্য।''

এই মূলনীতিসমূহের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য সকল ব্যবসায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

সম্মান প্রদর্শনে সামাজিক দায়বদ্ধতা -- শিশুসহ অন্যান্যদের যেকেনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন এড়িয়ে চলা এবং মানবাধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ব্যবসার চরম প্রভাব তুলে ধরা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকাণ্ডে এবং এর পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রয়োগ হয়।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক অঙ্গীকার -- মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অতিরিক্ত হিসেবে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড যা শিশুদের অধিকারসহ মানবাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এসব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম, কৌশলগত সামাজিক বিনিয়োগ ও জনসেবা, পরামর্শ ও সরকারি নীতিমালায় অংশগ্রহণ এবং অংশীদারমূলক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য সামষ্টিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাহিদা হলো শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। যদি প্রয়োজন না হয়, তাহলেও শিশুদের অধিকারের সমর্থনে গৃহীত পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা উচিত। শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতির প্রত্যেকটি নীতিতে শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহায়তা করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এই নথিতে 'শিশু অধিকার' শব্দগুচ্ছ 'শিশুর মানবাধিকার' শব্দগুচ্ছের সাথে সমার্থক।

unicef

THE GLOBAL COMPACT

Save the Children

শব্দপঞ্জি

শিশু/শিশুরা এবং ব্যবসা বাদে নিচের সংজ্ঞায়িত পদগুলো পুরো নীতিমালা জুড়ে ইটালিক আকারে দেওয়া হয়েছে।

শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ – এটি শিশু অধিকার সনদের চার মূলনীতির একটি, যা শিশু সংশ্লিষ্ট সকল পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা বা উন্নয়ন এবং কল্যাণের বিষয়টিতে জোর দেওয়ার জন্য এটি সকল পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি শিশুদের মাতাপিতা এবং অন্যান্য লোকজন, যাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে শিশুদের অধিকার পূরণের দায়বদ্ধতা রয়েছে, তাদের সমর্থন ও সহায়তা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানায় এটি।

ব্যবসা – একটি মুনাফামুখী প্রতিষ্ঠান।

ব্যবসায়িক সম্পর্ক – একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এর ব্যবসা পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক অংশীদার, এর ভ্যালু চেইনের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলো এবং অন্যান্য যেকোনো রাষ্ট্রীয় ও বিরাষ্ট্রীয় (সরকারি বা বেসরকারি) সংস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক। কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভ্যালু চেইনের মধ্যকার পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং প্রথম স্তর পেরিয়ে যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বড় ও ছোট অংশীদারগণও এর অন্তর্ভুক্ত।

শিশুশ্রম – শিশুদেরকে তাদের শৈশব, তাদের সম্ভাবনা ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ক্ষতিকর এমন কাজ। শিশুদের জন্য মানসিক, শারীরিক, সামাজিক বা নৈতিকভাবে বিপদজনক ও ক্ষতিকর কাজ এবং যেসব কাজ শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে সেগুলোও শিশুশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া শ্রমদানের জন্য কোনো দেশের জাতীয় আইন বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের চেয়ে কমবয়সে শিশুদের শ্রম দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। ১৮ বছর বয়সের নিচের কোনো শিশুকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে (যেমন, সেসব কাজ যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা নৈতিকতার ক্ষতি করতে পারে) সম্পৃক্ত করা বা বাজে ধরনের শিশুশ্রম, উদাহরণস্বরূপ পাচার, যৌননিপীড়ন, ঋণের দায়ে বন্ধক রাখা, জোরপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা এবং নিরাপত্তা বা সামরিক উদ্দেশ্যে কমবয়সী শিশুদের নিয়োগ বা ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের গৃহশ্রম ও যৌননিপীড়নের মতো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়টির আলোকে শিশুশ্রমের লৈঙ্গিক মাত্রার প্রতিও এটি দৃষ্টি দেয়। আরো বিস্তারিত জানতে শিশু অধিকার সনদের শিশু কেনাবেচা, শিশুদের পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত ঐচ্ছিক প্রটোকল এবং শিশু অধিকার সনদের সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের জড়িত করা সংক্রান্ত ঐচ্ছিক প্রটোকল দেখুন। এর অতিরিক্ত হিসেবে সবচেয়ে বাজে ধরনের শিশুশ্রম বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সনদ (নং ১৮২) এবং একই সংস্থার চাকরির সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত সনদের (নং ১৩৮) অনুচ্ছেদ দেখুন।

শিশুর অংশগ্রহণ – শিশু অধিকার সনদের চার মূলনীতির একটি। এর মধ্যে রয়েছে সেসব প্রক্রিয়া যা শিশুদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে তাদের কথা বলতে ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে শিশুদের উৎসাহিত এবং সক্ষম করে তুলে। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের উপযোগী পরিবেশে তথ্য বিনিময় এবং সংলাপও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের প্রক্রিয়া অবশ্যই বিশ্বস্ত, সমন্বিত ও অর্থবহ হতে হবে। এ ছাড়া এ ধরণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তারা যাতে তাদের চারপাশের পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে গঠনমূলক উপায় জানতে সক্ষম হয় সেই বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। ছেলে ও মেয়ে শিশু, সবচেয়ে প্রান্তিক, দুঃস্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন বয়স ও সামর্থের শিশুসহ সব ধরনের শিশুর মতামতকে বিবেচনা করার অঙ্গীকার থাকতে হবে। শিশুদের প্রভাবিত করে এমন সকল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাতে হবে, তাদের মতামত শুনতে হবে এবং বিবেচনায় নিতে হবে। অংশগ্রহণ টোকেনভিত্তিক হওয়া উচিত নয় বা শিশুদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশু সুরক্ষার আচরণবিধি – এটি এমন একটি নথি যাতে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় নিয়োজিত সেসব ব্যক্তির বিস্তারিত আচরণবিধি উল্লেখ থাকে যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করে থাকেন। এই আচরণবিধি সহিংসতা, প্রতারণা ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। এটি তার কাঠামো হিসেবে শিশু অধিকার সনদ ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকলসমূহ ব্যবহার করে এবং শিশুদের সহিংসতা, প্রতারণা ও নিপীড়নের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে সহায়তার লক্ষ্যেই এটি প্রণীত হয়েছে।

শিশু বা শিশুরা – শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ১-এ শিশু বলতে ১৮ বছরের নিচে যেকোনো মানুষকে বুঝায়। তবে সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রতি প্রযোজ্য আইনে আরো কম বয়সেই শিশুকে সাবালক ধরা না হলে এই বিধান কার্যকর হবে।

শোভন কাজ – সে ধরণের কাজের সুযোগ যা উৎপাদনশীল ও সৎ উপার্জনের ব্যবস্থা করে। শোভন বা সম্মানজনক কাজে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ, কাজের অধিকার, সামাজিক সংলাপের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। এ ছাড়া এতে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতিরও ভাল সম্ভাবনা থাকতে হবে। কাজের জন্য উপযোগী বয়সের তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সী মানুষকে তাদের মতামত প্রকাশ, তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা ও তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগ ও মূল্যায়নের অধিকারও দিতে হবে।

জরুরি পরিস্থিতি – সে ধরণের পরিস্থিতি যেখানে সশস্ত্র সংঘাত, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সামাজিক বা আইনি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার ফলে শিশুদের জীবন, শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ বা উন্নয়নের সুযোগ হুমকির মুখোমুখি হয়।

যথাযথ বিবেচনায় মানবাধিকারের প্রয়োগ – কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর অধিকারসহ মানবাধিকারের প্রতি এর প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রভাব যাচাই করা হয়, প্রাপ্ত ফলাফল সমন্বিত করা প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর প্রভাব মোকাবিলার কৌশল ঠিক করা হয়। আর এগুলো করা হয় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ[১] অনুমোদিত ব্যবসা ও মানবাধিকারসংক্রান্ত দিকনির্দেশক মূলনীতির ভিত্তিতে। যথাযথ বিবেচনায় মানবাধিকার প্রয়োগ করতে হলে যেসব বিষয় দেখতে হবে তা হলো মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাব যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট যা তার পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যা করতে হবে তা হলো:

- শিশুর অধিকারের প্রতি প্রকৃত বা সম্ভাব্য যেকোনো বৈরী প্রভাব শনাক্ত করুন ও তার পরিমাণ নিরূপণ করুন। এটি অবশ্যই মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে করতে হবে এবং শিশু ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অন্যান্য সম্ভাব্য গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। ছেলে ও মেয়েশিশু যে আলাদা আলাদা ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে তা বিবেচনায় নিতে হবে।

- প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া নিয়ে চালানো প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়নের ফলাফল সমন্বিত করুন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিন (দিকনির্দেশক নীতিমালায় উল্লেখিত পন্থায়)। যদি কোনো ব্যবসার কারণে বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দরুণ শিশুদের অধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে বা যদি এ রকম প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে তবে ওই কার্যক্রম বন্ধ করা বা প্রতিরোধ করা অথবা এর ফলাফল বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন এবং বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর আর্থিক সচ্ছলতার মাত্রার (লেভারিজ) অবশিষ্ট যেকোনো ধরনের প্রভাব দূর করার জন্য কাজে লাগান। যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবসায়িক সম্পর্কের

---

[১] মানবাধিকার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইস্যুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেস প্রতিনিধির প্রতিবেদনের একটি সংযোজনী হলো Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework', A/HRC/17/31, জাতিসংঘ, ২১ মার্চ, ২০১১, পাওয়া যাবে www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf এই ঠিকানায়। A/HRC/RES/17/4-তে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ।

কারণে বিরূপ প্রভাব পড়ে তবে তাহলে তার লেভারিজ ব্যবহার করা এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

- শিশুর অধিকারের ওপর পড়া বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেভাবে সাড়া দিচ্ছে তার কার্যকারিতা যথাযথ গুণগত ও পরিমাণগত সূচক ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করুন ও তা লিপিবদ্ধ করুন। এ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু, তাদের পরিবার ও অন্যান্য অংশীদারসহ[২] অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সূত্রের কাছ থেকে ফলাবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমেও এটা যাচাই করা যায়। এসব কাজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি কাজের চুক্তি ও পর্যালোচনা, জরিপ এবং নিরীক্ষণ (আত্মযাচাই বা স্বাধীন নিরীক্ষণ) প্রভৃতি হাতিয়ার নির্দিষ্ট সময়[৩] পর পর ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে পারে।

- নির্দিষ্ট কাঠামো ও সংখ্যায় শিশুদের অধিকারের প্রতি ব্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিতকরণে নেওয়া প্রচেষ্টাগুলো সম্পর্কে বহিঃস্থভাবে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত থাকুন যাতে এ ধরণের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে এবং যা এর কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে সহজপ্রাপ্য হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচিত যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করা যাতে তার গৃহীত উদ্যোগসমূহের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করা যায়। এ ধরণের যোগাযোগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদার, ব্যক্তির বা ব্যবসায়িক বৈধ গোপনীয়তা হুমকির মুখে না পড়ে।

এসব প্রক্রিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী যথার্থ হওয়া উচিত এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দিক-নির্দেশক নীতিমালার সঙ্গেও এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর আর্থিক সচ্ছলতার মাত্রা (লেভারিজ) – অংশীদারগণের প্রতি ভুল আচরণের প্রভাব পরিবর্তনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, যা মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব রাখার কারণ হতে পারে বা অবদান রাখতে পারে। যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকারের প্রতি চরম বিরূপ প্রভাব প্রতিরোধ করা বা নিরসন করার (যা কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্কের দ্বারা এর পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত) মতো আর্থিক সচ্ছলতা থেকে থাকে তবে তা ব্যবহার করা উচিত। এ ধরনের লেভারিজ বা আর্থিক সচ্ছলতার অভাব থাকলে তা বাড়ানোর উপায়ও আছে। উদাহরণস্বরূপ, সক্ষমতা তৈরি বা অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়া বা অন্যান্য ক্রীড়নকের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তোলা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবের বিরূপতার মধ্যে সম্পর্ক কতখানি। এ ছাড়া সেই সম্পর্কের ইতি ঘটানো হলে তা ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ে দিক-নির্দেশক নীতিমালার ১৯ নম্বর নীতিমালা অনুসরণ করে মানবাধিকারের চরম নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে কি না তাও বিবেচনায় নিতে হবে।

বৈষম্যহীন - শিশু অধিকার সনদের চার মূলনীতির একটি। এতে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, বিকলাঙ্গতা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত; জাতীয়, সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক এবং সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য অবস্থান যাই হোক না কেন সবাইকে সমানভাবে মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর অর্থ হলো সকল শিশুর– সকল পরিস্থিতিতে, সব সময়ে, সবখানে– তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অধিকার রয়েছে।

নীতিগত অঙ্গীকার – ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দিক-নির্দেশক নীতিমালায় বর্ণিত পন্থায় এটি এমন একটি বিবৃতি যাতে শিশুদের অধিকারসহ সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর বিষয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিগত অঙ্গীকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায় কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অবহিত হতে হবে। ব্যক্তি, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং এর পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্যদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশাগুলো এতে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। এটি

---

[২] মানবাধিকারের ঝুঁকি সীমিত এমন ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আর্থিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো বৈধ প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদারদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আইনগতভাবে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এমন স্বাধীন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ দল ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মতামত নিতে পারে - পারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বা সম্পর্কের কারণে ভুক্তভোগী মানুষের মত।

[৩] সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে, সুস্পষ্টভাবে কাঙ্ক্ষিত আচরণ সম্পর্কে যোগাযোগের পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেসব ব্যবস্থা নিতে পারে তা হলো সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ও লেভারিজ বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা। আরো বেশি নির্দেশনার জন্য দেখুন ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট চেইন সাসটেইনেবিলিটি গাইডেন্স: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf এই ঠিকানায়।

জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য হবে, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয়ভাবে প্রচার করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে এটি সংযোজিত থাকতে হবে। অধিকারকে সমর্থন করার বিষয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার সম্পর্কে বিবৃতিও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রতিকার – মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের প্রতিকার এবং প্রকৃত ফলাফল যা ওই বিরূপ প্রভাবকে ব্যর্থ করে দিতে পারে বা তা ভাল করতে পারে এমন উভয় ধরণের প্রক্রিয়া। যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে পারে যে তারা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রভাবের কারণ হয়েছে তবে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈধ প্রক্রিয়ায় এর প্রতিকার করা বা এতে সহায়তা করা উচিত। এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা হিসেবে দুঃখ-দুর্দশার কার্যকর পরিচালনাগত স্তর ব্যবস্থা (ইফেকটিভ অপারেশনাল লেভেল গ্রিভেন্স মেকানিজম) কিংবা বিচারিক ব্যবস্থাগুলোকে (জুডিশিয়াল মেকানিজম) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরিচালনাগত স্তর ব্যবস্থা যেন ছেলেমেয়ে, তাদের পরিবার, এবং যারা তাদের স্বার্থ তুলে ধরে তাদের কাছে সহজলভ্য হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা ও মানবাধিকারের দিক-নির্দেশক নীতিমালার **৩১** নম্বর নীতিতে বর্ণিত অ-বিচারিক দুঃখ-দুর্দশা ব্যবস্থার জন্য কার্যকারিতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন – শিশু অধিকার সনদের চার মূলনীতির একটি। এটি শৈশবের জন্য শুভকর বা সহায়ক কিছু শর্তের স্বীকৃতি দেয়। প্রত্যেক শিশুর সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করার সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত পুষ্টি ও জীবনের আদর্শ মান, স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ পরিবেশ, শিক্ষা, বিশ্রাম ও খেলাধুলার মতো অধিকারগুলো সংশ্লিষ্ট। সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষাও প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা এবং উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্যালু চেইন (ব্যবসার মূল্য সংযোজন স্তর) – কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভ্যালু চেইনের মধ্যে থাকে সেই সমস্ত কার্যক্রম যা ইনপুটকে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আউটপুটে রূপান্তর করে। এর মধ্যে সেই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত যাদের সঙ্গে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এবং যা হয় ক) সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা যা ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত হয়, অথবা খ) ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে।

তরুণ কর্মী – সেই শিশু যে শ্রমদানের জন্য বৈধ সর্বনিম্ন বয়স পার করেছে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। এটি এমন একটি বয়সসীমা যেখানে কোনো শিশুকে শিশুশ্রমিক হিসেবে অভিহিত করা হবে যদি সে যে কাজ করছে সেই কাজ বা ওই কাজের পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়।

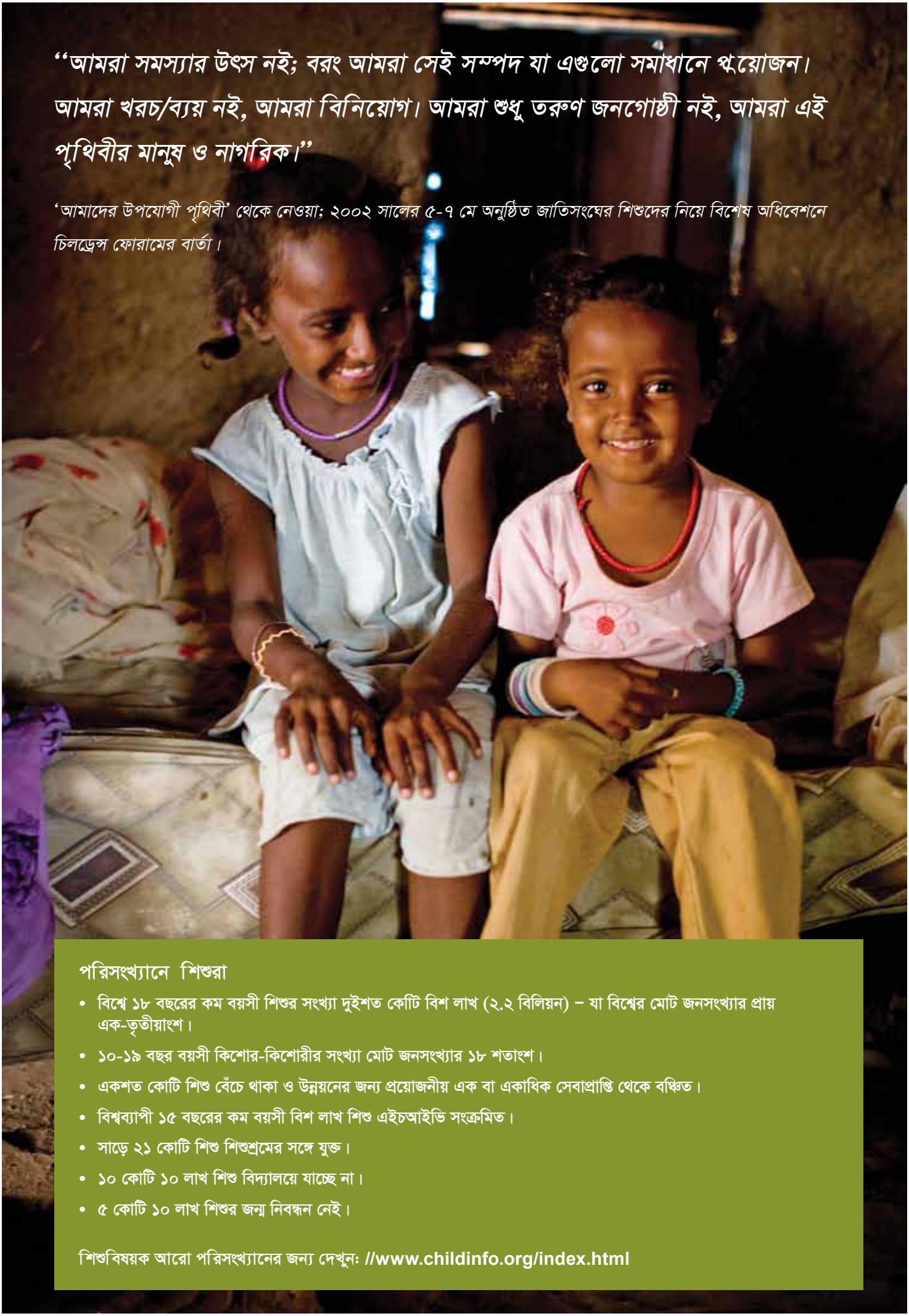

“আমরা সমস্যার উৎস নই; বরং আমরা সেই সম্পদ যা এগুলো সমাধানে প্রয়োজন। আমরা খরচ/ব্যয় নই, আমরা বিনিয়োগ। আমরা শুধু তরুণ জনগোষ্ঠী নই, আমরা এই পৃথিবীর মানুষ ও নাগরিক।”

‘আমাদের উপযোগী পৃথিবী’ থেকে নেওয়া; ২০০২ সালের ৫-৭ মে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিশুদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশনে চিলড্রেন্স ফোরামের বার্তা।

পরিসংখ্যানে শিশুরা

- বিশ্বে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা দুইশত কোটি বিশ লাখ (২.২ বিলিয়ন) – যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।
- ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ।
- একশত কোটি শিশু বেঁচে থাকা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।
- বিশ্বব্যাপী ১৫ বছরের কম বয়সী বিশ লাখ শিশু এইচআইভি সংক্রমিত।
- সাড়ে ২১ কোটি শিশু শিশুশ্রমের সঙ্গে যুক্ত।
- ১০ কোটি ১০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।
- ৫ কোটি ১০ লাখ শিশুর জন্ম নিবন্ধন নেই।

শিশুবিষয়ক আরো পরিসংখ্যানের জন্য দেখুন: **//www.childinfo.org/index.html**

সকল ব্যবসার উচিত →→→

১ **শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে** প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন এবং শিশুর মানবাধিকারকে সহায়তার অঙ্গীকার করা

২ সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে **শিশুশ্রম নির্মূলে** ভূমিকা রাখা

৩ **তরুণ কর্মী, মাতাপিতা ও পরিচর্যাদানকারীদের** জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা

৪ সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে **শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা** নিশ্চিত করা

৫ **পণ্য ও সেবাসমূহ নিরাপদ** কীনা নিশ্চিত করা এবং এগুলোর মাধ্যমে শিশু অধিকার রক্ষায় সমর্থনের সন্ধান করা

৬ শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমর্থক পণ্যের **বিপণন ও বিজ্ঞাপন** ব্যবহার করা

৭ **পরিবেশ এবং ভূমির** অধিগ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহায়তা করা

৮ **নিরাপত্তার ব্যবস্থা** আয়োজনের সময় শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা

৯ **জরুরি** পরিস্থিতির শিকার শিশুদের রক্ষায় সহায়তা করা

১০ শিশু অধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে **কমিউনিটি এবং সরকারের** প্রচেষ্টাসমূহকে আরো জোরদার করা

প্রস্তাবনা

পৃথিবীর সর্বত্র, সব সময়ের[৪] জন্য সব শিশুরই অধিকার স্বীকৃত এবং সব শিশুর অধিকারই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও পরস্পর সম্পর্কিত। শিশু অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতি (নীতিমালাসমূহ) কর্মক্ষেত্র, বিপণীকেন্দ্র, কমিউনিটি ও পরিবেশসহ কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের সর্বত্র শিশুর অধিকারের বিষয়টিকে সম্মান ও সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানায়। নীতিমালায় একটি সমন্বিত পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা হলো সব ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে শিশুর মানবাধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলার বিষয়গুলো চি-হ্নিত ও দূর করার পাশাপাশি শিশুর অধিকার রক্ষার উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসা ও শিশুদের জন্য গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি বহুঅংশীদারিত্বের সহযোগিতা জোরদার করতে উৎসাহিত করে এই মূলনীতি। এর সবগুলোই আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সব ধরনের ব্যবসার জন্য; ব্যবসার পরিধি, খাত, স্থান, মালিকানা ও গঠনকাঠমো এখানে বিবেচ্য কোনো বিষয় নয়। নীতিমালাটি ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত সরকার ও সুশীল সমাজসহ অন্যান্য সামাজিক অংশগুলোকেও জ্ঞাত রাখতে চায়।

শারীরিক ও মানসিকভাবে দ্রুত বেড়ে ওঠার কারণে শিশুদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের চাহিদা থেকে ভিন্নতর। শিশুরা সহিংসতা, শোষণ, নিপীড়ন এবং বিশেষ করে জরুরি পরিস্থিতিতে অসহায় অবস্থায় থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের প্রভাব বড়দের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ক্ষতিকর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। একইসঙ্গে শিশুরা তাদের খানা, কমিউনিটি ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিশুরা ভোক্তা, ভবিষ্যতের চাকুরজীবী ও ব্যবসায়িক নেতা হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যেসব কমিউনিটি ও পরিবেশে পরিচালিত হয়, শিশুরা সেগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। শিশু অধিকার সনদের রূপরেখার ভিত্তিতে শিশুর অংশগ্রহণের নীতি অনুযায়ী যেসব সিদ্ধান্ত শিশুদের ওপর প্রভাব ফেলে সেগুলো সম্পর্কে কণ্ঠস্বর জাগ্রত করতে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটানো উচিত।

নীতিমালাটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিশুর মানবাধিকারের বিষয়টি থেকে এসেছে এবং এটি নতুন করে কোনো আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। সুনির্দিষ্ট করে বললে, নীতিগুলো তৈরি হয়েছে শিশু অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে থাকা অধিকারের রূপরেখা ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুসারে। এই সনদ সর্বাধিক অনুমোদিত মানবাধিকার চুক্তি: বর্তমানে ১৯৩টি দেশ এর অংশীদার (এসব দেশের সরকার স্বাক্ষর করার পাশাপাশি সনদটি অনুমোদনও করেছে)। এর নীতিগুলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশুশ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরন সংক্রান্ত সনদ (নং ১৮২) ও সর্বনিম্ন বয়সসীমা[৫] সংক্রান্ত সনদের (নং ১৩৮) ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নীতিমালা ব্যবসার বিদ্যমান মানদণ্ড যেমন, জাতিসংঘের বৈশ্বিক শর্তের (ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট) '১০টি নীতি'[৬] ও জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের অনুমোদিত ব্যবসা ও মানবাধিকারের দিক-নির্দেশক নীতিমালাকে কেন্দ্র করেও বিন্যস্ত হয়েছে।

---

[৪] শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ১-এ শিশু বলতে ১৮ বছরের নিচে যেকোনো মানুষকে বুঝায়। তবে সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রতি প্রযোজ্য আইনে আরো কম বয়সেই শিশুকে সাবালক ধরা না হলে এই বিধান কার্যকর হবে।

[৫] এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের মধ্যে আছে নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (১৯৭৯), বিকলাঙ্গ ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক সনদ (২০০৬) এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা (২০০৭)। শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে জাতিসংঘের গবেষণাও (২০০৬) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র।

[৬] দেখুন: www.unglobalcompact.org

যে কোনো স্তরে শিশুদের অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অধিকারসমূহ পূরণ করা সরকারের দায়িত্ব। একইসঙ্গে ব্যবসাসহ সামাজিক সব ক্ষেত্রেগুলোকে প্রযোজ্য জাতীয় আইন মেনে চলার পাশাপাশি শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সমাজের সব সদস্যের একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে সামিল হতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মধ্যে দিয়ে শিশুদের জন্য উপযোগী বিশ্ব নির্মাণ সম্ভব, এই নীতিমালা শিশু অধিকারকে[৬] সম্মান ও সমর্থন করার জন্য ব্যবসার ভূমিকার সম্প্রসারিত করতে চায়।

মানদণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার যুক্তিতে নীতিমালায় এমন কিছু যুক্ত করা যাবে না, যা সুনির্দিষ্ট কোনো দেশে বলবৎ বা আন্তর্জাতিক আইনের চেয়ে কম সুবিধাদায়ক।

শিশু, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, সরকার, শিক্ষাবিদ, জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিশুঅধিকার ও ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে।

© SAVE THE CHILDREN

[৬] আ ওয়ার্ল্ড ফিট ফর চিলড্রেন (২০০২)। আরো দেখুন, আ ওয়ার্ল্ড ফিট ফর চিলড্রেন প্লাস ফাইভ (২০০৭)।

১ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"আমাদের ব্যবহারের সুযোগ নেবেন না, আমরা আপনাদের দায়িত্বশীল হতে বলছি। করুণাবশত আমাদের সমর্থন করবেন না; বরং প্রাপ্য বলেই আমাদের সমর্থন করুন। আমরা আপনাদের পণ্য ও সেবা কিনছি, কিন্তু এবার আমাদের উন্নয়নে আপনাদের বিনিয়োগ করতে বলছি। আমরা কোনো উপহার চাই না; আমরা চাই আপনারা দায়িত্বশীল হোন।"

পেরুর এক তরুণ, 'চিলড্রেন্স পার্টিসিপেশন ইন সিএসআর', ২০১০, সেভ দ্য চিলড্রেন

© UNICEF/NYHQ2011-1157/HOLT

সব ধরনের ব্যবসার জন্য অন্তর্ভুক্ত পদক্ষেপসমূহ হলো:

ক. শিশু অধিকারের ভিত্তি প্রস্তুত মৌলনীতিগুলোর স্বীকৃতি

শিশু অধিকার সনদে কিছু মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার রূপরেখা রয়েছে, যেগুলো কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়াই সব শিশুর জন্য কার্যকর; এছাড়া চারটি মূলনীতি রয়েছে, যেগুলো শিশুদের বিষয়ে সরকার, অভিভাবক, কমিউনিটি অথবা বেসরকারি খাতের নেওয়া যে কোনো কর্মকাণ্ডের মৌলভিত্তি হিসেবে প্রযোজ্য। এই চার মূল নীতি হচ্ছে: শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ, বৈষম্যহীনতা, শিশুদের অংশগ্রহণ এবং বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন।

খ. শিশুর অধিকারকে সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব প্রতিপালন

এক্ষেত্রে দরকার শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এড়ানো এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় শিশু অধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কিনা– তা চিহ্নিতকরণ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকাণ্ডে এবং এর ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে করপোরেট বা যৌথ দায়বদ্ধতার প্রয়োগ হয়। তবে এই সব ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরবর্তী নীতিগুলোও প্রযোজ্য।

এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য সব ধরনের ব্যবসাতেই যথাযথ নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত, যেগুলো জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের[৮] অনুমোদিত ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

১. **নীতিগত অঙ্গীকার:** ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দিক-নির্দেশক নীতিমালায় বর্ণিত পন্থায় এটি এমন একটি বিবৃতি যাতে শিশুদের অধিকারসহ সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর বিষয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিগত অঙ্গীকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায় কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অবহিত হতে হবে। ব্যক্তি, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং এর পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্যদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশাগুলো এতে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। এটি জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য হবে, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয়ভাবে প্রচার করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে এটি সংযোজিত থাকতে হবে। এতে শিশু অধিকার রক্ষায় ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতির ব্যাপারেও একটি বিবৃতি সংযুক্ত থাকতে পারে।

২. **মানবাধিকারের জন্য প্রচেষ্টা:** শিশুঅধিকারসহ মানবাধিকারের ওপর ব্যবসার প্রকৃত ও সম্ভাব্য প্রভাব যাচাইয়ের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাওয়া উপাত্তের সমন্বয়ের পর নতুন পদক্ষেপ ঠিক করা হয়, প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর প্রভাব মোকাবিলার কৌশল ঠিক করা হয়। যথাযথ বিবেচনায় মানবাধিকার প্রয়োগ করতে হলে যেসব বিষয় দেখতে হবে তা হলো মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাব যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট যা তার পরিচালনা, পণ্য বা সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যা করতে হবে তা হলো:

[৮] মানবাধিকার ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইস্যুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেস প্রতিনিধির প্রতিবেদনের একটি সংযোজনী হলো Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework', A/HRC/17/31, জাতিসংঘ, ২১ মার্চ, ২০১১, পাওয়া যাবে www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf এই ঠিকানায়। A/HRC/RES/17/4-তে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ।

শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন এবং শিশুর মানবাধিকারকে সহায়তার অঙ্গীকার

© UNICEF/NYHQ2011-1388/PAGE

- শিশুর অধিকারের প্রতি প্রকৃত বা সম্ভাব্য যেকোনো বৈরী প্রভাব শনাক্ত করুন ও তার পরিমাণ নিরূপণ করুন। এটি অবশ্যই মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে করতে হবে এবং শিশু ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অন্যান্য সম্ভাব্য গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। ছেলে ও মেয়েশিশু যে আলাদা আলাদা ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে তা বিবেচনায় নিতে হবে।

- প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া নিয়ে চালানো প্রভাব সংক্রান্ত মূল্যায়নের ফলাফল সমন্বিত করুন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিন (দিকনির্দেশক নীতিমালায় উল্লেখিত পন্থায়)। যদি কোনো ব্যবসার কারণে বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দরুণ শিশুদের অধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে বা যদি এ রকম প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে তবে ওই কার্যক্রম বন্ধ করা বা প্রতিরোধ করা অথবা এর ফলাফল বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন এবং বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর আর্থিক সচ্ছলতার মাত্রার (লেভারিজ) অবশিষ্ট যেকোনো ধরনের প্রভাব দূর করার জন্য কাজে লাগান। যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে বিরূপ প্রভাব পড়ে তবে তাহলে তার লেভারিজ ব্যবহার করা এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

- শিশুর অধিকারের ওপর পড়া বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেভাবে সাড়া দিচ্ছে তার কার্যকারিতা যথাযথ গুণগত ও পরিমাণগত সূচক ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করুন ও তা লিপিবদ্ধ করুন। এ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু, তাদের পরিবার ও অন্যান্য অংশীদারসহ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সূত্রের কাছ থেকে ফলাবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের মাধ্যমেও এটা যাচাই করা যায়। এসব কাজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি কাজের চুক্তি ও পর্যালোচনা, জরিপ এবং নিরীক্ষণ (আত্মযাচাই বা স্বাধীন নিরীক্ষণ) প্রভৃতি হাতিয়ার নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে পারে।

- নির্দিষ্ট কাঠামো ও সংখ্যায় শিশুদের অধিকারের প্রতি ব্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিতকরণে নেওয়া প্রচেষ্টাগুলো সম্পর্কে বহিঃস্থভাবে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত থাকুন যাতে এ ধরণের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে এবং যা এর কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে সহজপ্রাপ্য হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচিত যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করা যাতে তার গৃহীত উদ্যোগসমূহের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করা যায়। এ ধরণের যোগাযোগ যেন ক্ষতিগ্রস্ত অংশীদার, ব্যক্তির বা ব্যবসায়িক বৈধ গোপনীয়তা হুমকির মুখে না পড়ে।

১ সকল ব্যবসার উচিত →→→

৩. **প্রতিকার বিধানে শিশুর প্রতি সংবেদনশীল প্রক্রিয়া:** ব্যবসার ফলে বা এর কারণে সৃষ্ট শিশু অধিকারের প্রতি বিরূপ প্রভাব উপশমের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয়। কোনো ব্যবসা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের কারণ হয়েছে বা অবদান রেখেছে বলে প্রতীয়মান হলে, এর উচিত আইনগতভাবে বৈধ প্রক্রিয়া– যেমন কার্যক্রম পরিচালনার পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা প্রযোজ্য হলে বিচারিক পদ্ধতি কার্যকর করার মধ্যেমে প্রভাবটি উপশমের জন্য সহযোগিতা করা। কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায়ে গ্রহণ করা প্রক্রিয়ায় ছেলে–মেয়ে, তাদের পরিবারসমূহ এবং যারা তাদের স্বার্থ তুলে ধরে তাদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত এবং এক্ষেত্রে ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক দিক-নির্দেশনা নীতিমালার ৩১ নম্বর নীতির কার্যকর অ–বিচারিক অভিযোগ ব্যবস্থার বিষয়গুলো প্রতিপালন করা দরকার।

গ. শিশুর মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন জানানোর অঙ্গীকার

শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছাড়াও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে শিশুর অধিকারের সমর্থনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। মূল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, কৌশলগত সামাজিক বিনিয়োগ ও জনসেবা, পরামর্শ ও সরকারি নীতির প্রয়োগ এবং অংশীদারিত্ব বা অন্য কোনো সমন্বিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এটা ঘটতে পারে। শিশুর অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানোর সুযোগটি প্রায়ই ব্যবসায়িক উদ্যোগে মানবাধিকার রক্ষার যথাযথ প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হবে, যার মধ্যে আছে শিশু ও তাদের পরিবারের পাশাপাশি শিশু অধিকার বিষয়ের উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ। শিশুঅধিকারের সমর্থনে নেওয়া স্বেচ্ছাশ্রমমূলক কর্মকাণ্ড হতে হবে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা এবং এটি শিশুঅধিকারের প্রতি সমর্থন জানাতে নেওয়া পদক্ষেপের বিকল্প হবে না; এই কর্মকাণ্ড শিশু অধিকারের মূল নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

ঘ. শিশু অধিকার রক্ষায় চ্যাম্পিয়ান হোন

ব্যবসাকে শিশু অধিকার প্রসারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পণ্য সরবরাহকারী, অংশীদার ও অন্যদের মধ্যে শিশুদের অধিকার রক্ষার নীতি অনুসরণ এবং সর্বোচ্চ ব্যবসায়িক অনুশীলনকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করতে হবে।

শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন এবং শিশুর মানবাধিকারকে সহায়তার অঙ্গীকার

© PLAYING FOR CHANGE

আন্তর্জাতিক একটি পোশাক কোম্পানি শিশু ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশে এর স্থানীয় সরবরাহকারী কারখানাসমূহে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এনজিওটির নারী ও শিশুদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ আছেন, এবং এনজিওটি বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে শ্রমিকরা তাদের অভিযোগগুলো জানাতে পারেন। এটি শ্রমিকদের জন্য একটি বিকল্প ও নিরাপদ চ্যানেল যার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের বিষয়াদি নিয়ে পোশাক শ্রমিকরা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইতিমধ্যে শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান প্রতিক্রিয়া বা ফলাবর্তন পাওয়া গেছে এবং প্রতিকার বিধানে সরবরাহকারী কারখানাসমূহকে নিয়োজিত করতে পোশাক কোম্পানিসমূহের জন্য সহজ হয়েছে।

উত্তম অনুশীলন:
সবার জন্য অভিগম্য অভিযোগকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

২ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যবসা কাজ করে... মানুষের অধিকার ভালোভাবে বুঝতে এবং ব্যবসার কর্মকাণ্ডের কী রকম প্রভাব মানুষের জীবনের ওপর পড়ে।"

প্যারাগুয়ের তরুণ, শিশুঅধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতির উদ্যোগ বিষয়ে ২০১১ সালে শিশুদের সঙ্গে পরামর্শ

© SAVE THE CHILDREN

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে মৌলিক নীতিমালা ও কর্মক্ষেত্রে অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ঘোষণায় উল্লেখিত অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোটা অন্তর্ভুক্ত। সব ধরনের ব্যবসার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে আছে:

ক. শিশুশ্রম নির্মূল

কোনো ধরনের শিশু শ্রমে শিশুদের নিয়োগ বা ব্যবহার করা যাবে না। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়স যাচাইয়ের কঠের পদ্ধতি চালু করার পাশাপাশি ভ্যালু চেইনেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সকল শিশুর উপস্থিতির ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্র থেকে শিশুদের অপসারণ, ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য হলে, বাসার প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের জন্য মানসম্মত কাজের সুযোগ দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। সরবরাহকারী, ঠিকাদার ও সহঠিকাদারদের ওপর চাপ না দেওয়া, যার কারণে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

খ. তরুণ শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় প্রতিরোধ, চিহ্নিত ও দূর করা এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ অথবা শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার বাইরের কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা

তরুণ শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় প্রতিরোধ, চিহ্নিত ও দূর করা এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ অথবা শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার বাইরের কাজ থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে। শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে – যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি দূর ও নির্মূল করা অথবা শিশুদের এ ধরনের কর্মক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। বিপজ্জনক কাজে নিয়োজিত শিশুদের অবিলম্বে সেখান থেকে প্রত্যাহার এবং এর ফলে তার আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ভিন্নতর ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে এবং মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আলাদা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। শিশুর তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, সংগঠন করার স্বাধীনতা, যৌথ দর কষাকষি, অংশগ্রহণ, বৈষম্যহীনতা, গোপনীয়তা এবং শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য অপমানজনক শাস্তি, বাজে ব্যবহার ও যৌন নির্যাতনসহ কর্মক্ষেত্রে সব ধরনের সহিংসতা থেকে সুরক্ষার বিষয়গুলোকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

গ. শিক্ষার বিস্তার ও শিশুশ্রমের মূল কারণ দূরীকরণে টেকসই সমাধানের জন্য সরকার, সামাজিক অংশীদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে কাজ করা

১. শিশু শিক্ষার বিস্তারে ও শিশুশ্রমের মূল কারণের টেকসই সমাধানের জন্য ব্যবসায়িক সদস্য, কমিউনিটি, শিশু অধিকার বিষয়ক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে কাজ করা।

২. স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ ও শিশুদের সহায়তা নিয়ে শিশুশ্রম নির্মূলে বৃহত্তর কমিউনিটি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় নেওয়া সামাজিক উদ্যোগ, সচেতনতা সৃষ্টির মতো বিষয়গুলোকে সমর্থন করা।

৩. শিশুশ্রমের বিষয়টি মোকাবিলায় একটি শিল্প–ব্যাপী উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য কোম্পানিসমূহ, এ খাতের সংস্থাসমূহ ও নিয়োগদাতাদের সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা এবং শ্রমিক সংগঠন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শ্রমপরিদর্শকগণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করা।

৪. স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় অথবা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী নিয়োগদাতাদের সংগঠনে শিশুশ্রম বিষয়ক টাস্কফোর্স বা কমিটি তৈরি করা অথবা তাতে অংশগ্রহণ করা।

৫. জাতীয় পর্যায়ে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূলনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক হাতিয়ারের অংশ হিসেবে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও প্রয়োগে সহায়তা দেওয়া।

সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম নির্মূলে ভূমিকা রাখা

৬. চাকরির সর্বনিম্ন বয়সসীমার ওপরে থাকা তরুণদের চাকরির সুযোগ তৈরির কর্মসূচি, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও চাকরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেয়া।

৭. আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মনোনিবেশ করা এবং শিশুশ্রমকে উৎসাহিত করতে পারে এমন অনানুষ্ঠানিক কর্মব্যবস্থাপনা এড়িয়ে চলা।

© SAVE THE CHILDREN

গৃহসজ্জার সামগ্রী বিপণনের একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান তার মালামাল সরবরাহ প্রক্রিয়ায় *শিশুশ্রম* রোধে একটি সমন্বিত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। যদি *শিশুশ্রমের* কোনো বিষয় চিহ্নিত হয় তাহলে সামগ্রী সরবরাহকারীকে সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা নেওয়ায় সহায়তা দেয়া হয়, এক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি তার বয়স, পরিবার ও সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষাস্তর বিবেচনা করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনা *শিশু শ্রমিকদের* এক সরবরাহকারী কর্মস্থল থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দেয় না, বরং তার পরিবর্তে শিশুদের সম্পৃক্ত করার জন্য অধিকতর সামর্থবান এবং টেকসই বিকল্প তুলে ধরে। প্রত্যন্ত এলাকার কমিউনিটিতে শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূল করার লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান শিশু অধিকার বিষয়ক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এর আওতায় শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে স্থানীয় কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে এবং ছেলে–মেয়ে উভয়ের বিদ্যালয় শিক্ষা সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বড় পরিসরের কর্মসূচিতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রত্যন্ত এলাকার নারীদের মধ্যে নিজস্ব সহযোগিতা দল তৈরি করা, ঋণপ্রাপ্তি ও আয়ের অন্যান্য সুযোগ তৈরির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনি অবস্থান জোরদারে সহায়তা করা হচ্ছে। এটা তাদের আর্থিক দেনার বোঝা কমাতে সাহায্য করছে, যা কিনা পরিবারগুলোর শিশুদের কাজে পাঠানোর অন্যতম প্রধান কারণ।

উত্তম অনুশীলন:
শিশুশ্রমের মূল কারণগুলো মোকাবিলা

৩

সকল ব্যবসার উচিত →→→

"আমাদের মাতাপিতাদের পর্যাপ্ত বেতন দিন যাতে শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়তে না হয়।"

১৩ বছর বয়সী ভারতীয় বালক, 'চিল্ডরেন্স পার্টিসিপেশন ইন সিএসআর,' ২০১০, সেইভ দ্য চিলড্রেন

© SAVE THE CHILDREN

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. তরুণ কর্মীদের জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা

কাজের জন্য ন্যূনতম বয়সের বেশি বয়সী শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এবং সামাজিক সংলাপ ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসমূহকে উৎসাহিত করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা, অপব্যবহার ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা, এবং নারী-পুরুষ ভেদে যুৎসই পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতা সুলভ করা।

খ. কাজের ন্যূনতম বয়সের বেশি বয়সী শিশুদের বিপদগুলোর বিষয়ে সচেতন হওয়া

১. শিশু ও তরুণ কর্মীদের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে বাঁচার অধিকারসহ শিশুদের অধিকার রক্ষায় সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতিগত অঙ্গীকার করতে হবে। নিয়মিত কাজের ন্যূনতম বয়সসীমার ওপরের বয়সী শিশুদের এই নীতি তাদের বিপজ্জনক কাজে নিয়োজিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। অন্যান্য বিষয়সহ এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো: কাজের সময়সীমা, বিপজ্জনক উচ্চতায় কাজ করার নিষেধাজ্ঞা, পাশাপাশি বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে কাজ করা, ভারী ওজন বহন, ক্ষতিকারক বস্তু বা প্রক্রিয়ার উপস্থিতি, এবং সারারাত ধরে কর্মস্থলে থাকার মত কঠিন পরিস্থিতি অথবা নিয়োগকর্তাদের প্রতিষ্ঠানে অযৌক্তিকভাবে তরুণ কর্মীদের আবদ্ধ থেকে কাজ করা।[৯] এই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অবশ্যই প্রধান ধারায় ও বিনিময়কৃত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান চাইলে এর বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাপককে আলাদাভাবে নিয়োগ দিতে পারে।

২. বিড়ম্বনা সংক্রান্ত ব্যবসায়িক নীতি তৈরির ক্ষেত্রে তরুণ কর্মীদের ঝুঁকির ওপর মনযোগ দিতে হবে। এই নীতিসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও অন্যান্যদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিসমূহ কার্যকর হতে হবে এবং তরুণ কর্মীদের কাছে এগুলো সহজলভ্য হতে হবে।

৩. তরুণ কর্মীদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ মনযোগ দিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার দরকার হবে এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এ দিকে উৎসাহিত করতে হবে। তরুণদের কর্মপরিবেশ পর্যবেক্ষনের জন্য শ্রমিক সংগঠনসমূহ তরুণ কর্মীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি/তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে; অবশ্য এটি পুরোপুরিই সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

গ. তরুণ কর্মীদের জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা

তরুণ কর্মীদের জন্য শোভন কাজের সুযোগ তৈরিতে উৎসাহিত করা, যেখানে সঙ্গে থাকবে বয়স উপযোগী সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য ও সেবাসমূহ। অর্থ উপার্জনের সুযোগের মতোই মানসম্পন্ন শিক্ষা, প্রাসঙ্গিক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি সুনির্দিষ্টভাবে জরুরি।

---

[৯] আরো নির্দেশনার জন্য - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'আর১৯০ ওয়ার্স্ট ফর্মস অব চাইল্ড লেবার রেকমেন্ডেশন,' ১৯৯৯ - পাওয়া যাবে http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl/190 - এই ঠিকানায়।

তরুণ কর্মী, মাতাপিতা ও পরিচর্যাদানকারীদের জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা

ঘ. তরুণদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা - যা নারী-পুরুষ উভয় ধরনের কর্মী, মাতাপিতা ও পরিচর্যাদানকারীর ভূমিকা পালনকারীদের জন্যও সহায়ক হবে

আইনি শর্ত পূরণের বাইরেও, কর্মপরিবেশের কিছু বিষয়ের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে, যেমন, বেতন-ভাতা পরিশোধ, কর্ম সময়ের দৈর্ঘ্য ও নমনীয়তা, অন্তঃস্বত্ত্বা এবং মাতৃদুগ্ধদানকারী নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, পিতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজনীয়তা, দূর-অভিভাবনের মাধ্যমে অভিবাসী বা মৌসুমী কর্মীদের সহায়তা করা এবং কর্মীদের ওপর নির্ভরশীলদের জন্য মানসম্পন্ন শিশু পরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

© UNICEF/NYHQ2011-1601/LEMOYNE

উত্তম অনুশীলন:
দূর-অভিভাবনের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা করা

যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি বহুজাতিক কোম্পানি ২০০৯ সালে চীনের ১০টি প্রদেশে অভিবাসী কর্মীদের দেশে রেখে যাওয়া শিশুসন্তানদের সহায়তা করার চীনা একটি নারী এনজিও'র সঙ্গে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল। ৬ লাখ পরিবার এ উদ্যোগ থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির আওতায় মাতাপিতা-সন্তান (প্যারেন্ট-টু-চাইল্ড) টেলিফোন কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল, যার নাম ছিল 'লাভ কার্ডস'। এতে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যোগাযোগের পথ সুগম হয়েছিল। যেসব মাতাপিতা শিশু এবং পরিবারকে গ্রামাঞ্চলে রেখে শহরাঞ্চলে কাজ করতে যায়, এই কর্মসূচির আওতায় তাদের জন্য ব্যবহারিক পরামর্শেরও ব্যবস্থা করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রতি বছর ৫ কোটি ৮০ লাখ শিশুকে রেখে তাদের মাতাপিতা দেশের অভ্যন্তরে কাজের খোঁজে ছোটেন। এটা চীনে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মোট সংখ্যার ৩০%। এদের মধ্যে ৪ কোটিরও বেশি শিশুর বয়স ১৪ বছরের কম।

৪ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, একটি শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা অনেকের বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি উদাহরণ।"

পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার শিশুরা, ২০০৫ (শিশুদের ওপর সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘের গবেষণা)

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড চলাকালীন ব্যবসায়িক স্থাপনা ও কর্মী দ্বারা শিশুদের অধিকারের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা

১. প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহ শিশুর নির্যাতন, শোষণ ও ক্ষতি করতে যাতে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করা।

২. কাজের সময় বা কাজের বাইরে যেন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহের কোন সম্ভাব্য বিপজ্জনক ক্ষেত্র দ্বারা যাতে শিশুর নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা।

৩. সব কর্মচারীর কাছে পরিষ্কার করে দেয়া যে, সহিংসতা, শোষণ এবং নির্যাতনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের "জিরো টলারেন্স" নীতি সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে এমনকি যখন তা ব্যবসায়িক স্থাপনাসমূহের বাইরে সংগঠিত তখনও প্রযোজ্য হবে।

৪. যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই সহিংসতা, শোষণ এবং নির্যাতনের কোন ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. সর্বনিম্ন কর্মবয়সের বেশি বয়সী তরুণ কর্মীদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

খ. একটি শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য একটি শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি তৈরি করুন। এই আচরণ বিধি সম্পর্কে সচেতনতা ও চলমান প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করুন। ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, পণ্য বা সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্যদেরও আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উৎসাহিত করুন।

© UNICEF/NYHQ1991-0239/TOUTOUNJI

সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

© UNICEF/NYHQ2007-2695/PIROZZI

উত্তম অনুশীলন:
যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের সুরক্ষা

একটি বৈশ্বিক অতিথিসেবা দানকারী ও ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান শিশু যৌন নিপীড়ন এবং শিশু পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে একটি সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থাটি 'দ্য কোড' (ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে শিশুদের যৌন নিপীড়ন থেকে সুরক্ষার আচরণবিধি)-এর সদস্য। তাদের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে অন্য যে প্রতিষ্ঠানই চুক্তিবদ্ধ হোক না কেন, চুক্তিতে সবার জন্যই আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি ধারা থাকে যেখানে শিশুদের বাণিজ্যিকভাবে যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য তাদের অঙ্গীকার করতে হয়। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যেই বিশেষায়িত শিশু সুরক্ষা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১১ সালে শেষ দিক থেকে, ওই প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কতগুলো ভ্রমণপথে ইলেক্ট্রনিক নোটিশের ব্যবস্থা করে যেসব ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে শিশু পাচার এবং শিশু যৌন নিপীড়নের প্রকোপ অত্যধিক। পাচার বা নির্যাতনের ঘটনা বা সন্দেহজনক আচরণ দেখলে তৎক্ষণাৎ জানাতে যাত্রীদের জন্য বিশেষ হটলাইনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু পাচার নির্মূলে কাজ করছে এমন কমিউনিটি সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার মূল কারণ মোকাবিলায়ও প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা করছে।

৫ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"শুধু বিক্রির হিসেব রাখলেই চলবে না, বরং পণ্য কারা ভোগ করছে তা জানুন এবং শিশুদের জন্য ক্ষতিকার পণ্য বিক্রি মজুদ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন।"

ফিলিপাইনের তরুণ জনগোষ্ঠী, শিশুর অধিকার ও ব্যবসায়িক মূলনীতিসমূহের উদ্যোগের জন্য শিশুদের পরামর্শ।

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে শিশুদের ব্যবহার বা ভোগের জন্য ব্যবহৃত পণ্য এবং সেবাসমূহের পরীক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করা।

খ. যেসব পণ্য ও সেবা শিশুরা ব্যবহার করে নিশ্চিত হতে হবে যে, সেগুলো ব্যবহারে শিশুরা নিরাপদ এবং সেগুলো তাদের কোনরকম মানসিক, নৈতিক এবং শারীরিক ক্ষতি করবে না।

গ. শিশুদের জন্য যেসব পণ্য বা সেবা উপযুক্ত না বা যেগুলো ক্ষতিকারক সেগুলো ব্যবহার করা থেকে তাদের বিরত রাখা। একই সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, এ ধরনের সব কাজ যেন আন্তর্জাতিক মানের হয়। এক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বজায় রাখতে হবে।

ঘ. পণ্য বা সেবাসমূহ প্রদানের সময় একজন শিশু বা কোন একদল শিশুর প্রতি যে কোন ধরনের বৈষম্য দূর করতে সব ধরনের যৌক্তিক ব্যবস্থা নেয়া।

ঙ. পণ্য বা সেবাসমূহ ব্যবহার করে শিশুরা নির্যাতন, শোষণ ও অন্য যে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি দূর করা এবং নির্মূলের চেষ্টা করা।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

চ. পণ্য ও সেবা সামগ্রীর সহজলভ্যতা ও প্রাপ্যতা সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ, যা শিশুদের বেঁচে থাকা ও বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয়।

ছ. পণ্য ও সেবা সামগ্রী এবং তাদের বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুদের সমর্থনের সুযোগ খোঁজা।

© UNICEF/NYHQ2011-1314/DORMINO

পণ্য ও সেবাসমূহ নিরাপদ কিনা নিশ্চিত করা এবং এগুলোর মাধ্যমে শিশু অধিকার রক্ষায় সমর্থনের সন্ধান

© UNICEF/NYHQ2009-0576/RAMONEDA

মার্কিন একটি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণায় শিশুদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শিশু, তরুণ ও কম বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো উন্নত করার বিষয়টি তাদের গ্রহণ করা কর্মসূচিতে একমাত্র গুরুত্ব পেয়েছে। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, মহামারীবিদ এবং প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটি দল আঘাত পাওয়া থেকে সুরক্ষার উপায় এবং শিশুদের জীবন বাঁচাতে কার্যকর উদ্ভাবনের জন্য কাজ করছেন। এটা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বুঝতে পেরেছে যে, শিশু মানেই কমবয়সী প্রাপ্তবয়স্ক নয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের আঘাত থেকে সুরক্ষা সংক্রান্ত এই গবেষণার ফলাফল শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। এর ফলে এই কর্মসূচিতে শুধু শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনগুলোকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা সাধারণত যানবাহনের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সারিতে বসে। সুতরাং তাদের জন্যও গাড়ি নির্মাতাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে।

উত্তম অনুশীলন:
যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া

৬ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"আমাদের স্বাস্থ্যবান, বাস্তবসম্মত আত্মপ্রতিকৃতি লালন করা প্রয়োজন। মেয়েদের মধ্যে বিদ্যমান সৌন্দর্য্য তুলে ধরতে প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে। পাশপাশি শারীরিক প্রতিকৃতি বাইরে অন্যান্য গুণাবলী যেমন, সততা, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও উদারতারও প্রসার ঘটাতে হবে।"

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ১৬ বছর বয়সী এক জর্ডানি বালিকা, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১১

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. শিশু অধিকারসমূহের ওপর যোগাযোগ এবং বিপণনের যেন বিরূপ প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা

সব ধরনের গণমাধ্যম ও যোগাযোগ উপকরণের জন্য এটা প্রযোজ্য। বিপণন কোনভাবেই বৈষম্য বাড়াতে পারে না। পণ্যের লেবেলিং এবং তথ্য হতে হবে পরিস্কার, নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ। এতে করে শিশু ও তাদের মাতাপিতারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে শিশু অধিকারসমূহের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে এবং প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হলে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে, যেমন: শিশুদের ব্যাপক আকারে বিকৃত উপস্থাপনের আশঙ্কা, এবং অবাস্তব বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ শারীরিক প্রতিকৃতি এবং প্রথাগত প্রতিকৃতির প্রভাব।

খ. স্বাস্থ্য বিপণন সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের[১০] নির্ধারিত ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড মেনে চলা

বিপণন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের (ওয়ার্ল্ড হেলথ এসেম্বলি) যেসব ব্যবসায়িক আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা আছে তা সব দেশে মেনে চলতে হবে। যেসব দেশে মানদণ্ড আরো উঁচু মানের, সেসব দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সেই উঁচু মানের মানদণ্ডই মেনে চলবে।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

গ. শিশু অধিকার, ইতিবাচক আত্মমর্যাদা, উন্নত জীবনধারণ পদ্ধতি এবং অহিংস মূল্যবোধকে সহায়তা করতে ও এসব বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে বিপণন ব্যবহার করা।

© SAVE THE CHILDREN

[১০] বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের উপাদানসমূহ হলো: দ্য ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ মার্কেটিং অফ ব্রেস্ট-মিল্ক সাবস্টিটিউটস (১৯৮১) এবং সংশিষ্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের ঘোষণা প্রস্তাবসমূহ (দুটোকেই কার্যকর করতে বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যবস্থা নেয় হয়েছে); দ্য ডবিউএইচও'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সনদ (২০০৩); শিশুদের কাছে খাবার এবং অ্যালকোহলবিহীন পানীয় বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ; এবং, বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের এলকোহলের ক্ষতিকারক ব্যবহার হ্রাসে বৈশ্বিক কৌশল (২০১০)।

শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমর্থক পণ্যের বিপণন ও বিজ্ঞাপন ব্যবহার

© UNICEF/NYHQ2010-2453/DORMINO

শিশুদের খেলাধুলার অধিকার এবং ভাব প্রকাশের অধিকার আসলে শিশু হয়ে থাকার অধিকারের সমার্থক। ইউরোপের একটি কাপড় কাঁচার সাবান ব্র্যান্ড একবার এই দুটি অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে একটি বিপণন কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। শিশুর বেড়ে ওঠা এবং বড় হয়ে সুস্থ জীবন কাটানোর জন্য অনুসন্ধিৎসা, খেলাধুলা, কসরত এবং ব্যায়ামের মূল্য যে অপরিসীম তা শিশুর মাতাপিতাকে বোঝানো হয়েছিল যে, এসব করতে গিয়ে যদি শিশুর জামা-কাপড় যদি নোংরাও হয়ে যায় তাও এগুলোর গুরুত্ব কমবে না। খেলাধুলা ও কর্মঠ জীবনব্যবস্থার মূল্য প্রচার করতে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের অনেকগুলো দেশেই ধারাবাহিক টেলিভিশন বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিল।

উত্তম অনুশীলন:
খেলাধুলার অধিকার এবং কর্মঠ জীবনে সহায়তা করা

৭ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"প্রতি বছর পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট নানা রোগে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ৩০ লাখ শিশু মারা যায়।"

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক বৈশ্বিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫)।

© SAVE THE CHILDREN

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

১. পরিবেশ এবং সম্পদ-ব্যবহার কৌশলপত্র পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় নিশ্চিত করুন যে, পরিবেশের ক্ষতি বা অতি ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের মাধ্যমে যেন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শিশু অধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে।

২. দুর্ঘটনাসহ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির জন্য আকস্মিক ঘটনা মোকাবিলার পরিকল্পনা ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে শিশুরা, তাদের পরিবারসমূহ এবং কমিউনিটিসমূহ যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

খ. ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জমি অধিগ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করে শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

১. যতটুকু সম্ভব ব্যবসায়িক কারণে জমি অধিগ্রহণ বা জমি ব্যবহারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিসমূহের স্থানচ্যুতি পরিহার করুন বা কম করুন। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিসমূহের সঙ্গে অর্থবহ ও জ্ঞাত পরামর্শ করুন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, শিশুর অধিকারের ওপর যে কোনো বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা যায় এবং ওই কমিউনিটিসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণে তারা অংশ নিতে পারবেন ও অবদান রাখতে পারবেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন, আগাম ও তথ্যবহুল ধারণা যে কোনো প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন যা তাদের কমিউনিটিকে প্রভাবিত করে এবং কোম্পানির জমির ব্যবহার বা অধিগ্রহণের কারণে প্রভাবিত যে কোনো কমিউনিটির জন্য এটি একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

২. শিশুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন – বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত খাদ্য ও জীবনযাত্রার মান এবং অংশগ্রহণের অধিকারকে – পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়ার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের সময়।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

গ. যেই পরিবেশে ভবিষ্যত প্রজন্মরা বাস করবে এবং বেড়ে উঠবে তার সঙ্গে শিশু অধিকারের সম্পর্ককে সন্মান প্রদর্শন

কোম্পানির কর্মকাণ্ডে যদি কোন গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গত হয় তাহলে তা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার ব্যবস্থা নেয়া এবং সম্পদের নবায়নযোগ্য উৎসগুলো ব্যবহার করতে সহায়তা করা। সবাইকে বুঝতে হবে যে, এই পদক্ষেপ ও অন্যান্য উদ্যোগসমূহ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে। দুর্যোগ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস এবং প্রভাবিত জনগোষ্ঠীগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে সাহায্য করা।

পরিবেশ এবং ভূমির অধিগ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশুঅধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহায়তা করা

© UNICEF/NYHQ2006-2608/KAMBER

একটি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কোম্পানি বিদ্যুতের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কমাতে বিদ্যালয়সমূহ ও বিদ্যালয়ের শিশুদের মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিদ্যালয়সমূহ ও বিদ্যালয়ের শিশুরা ব্যাপক পরিসরে তরুণ-তরুণী, মাতাপিতা, শিক্ষক, অংশীদারগণ এবং কমিউনিটিসমূহের সাথে একত্রে বিদ্যুতের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের লাগাম টেনে ধরতে সাহায্য করেছিল। ভারতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলেছে এবং জ্বালানি সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে, প্রতিষ্ঠানটি তখন বিদ্যুতের সংকট নিরসনে তরুণদের ব্যবহার করেছে। ২০০৭ সালে মুম্বাইয়ের স্কুলের শিশুদের মাঝে জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। যাতে তারা বাড়িতে গিয়ে সেসব তাদের মাতাপিতা ও কমিউনিটির লোকজনকে শেখাতে পারে সেজন্য তাদের যথেষ্ঠ পরিমাণ জিনিস শিখিয়েও দেয়া হয়। ধীরে ধীরে এই কর্মসূচিটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এবং এখন এতে অংশ নেয় ২৫০টিরও বেশি বিদ্যালয়ের দশ লাখেরও বেশি শিশু।

উত্তম অনুশীলন:
স্কুলের শিশুদের জন্য জ্বালানী সাশ্রয় শিক্ষা

৮

সকল ব্যবসার উচিত →→→

"যুদ্ধ এবং রাজনীতি সবসময়ই প্রাপ্তবয়স্কদের খেলা, কিন্তু এতে সবসময় শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়"

এলাইজা ক্যানটারজিক (১৭), বসনিয়া এন্ড হারজেগোভিনিয়া, শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভা, ২০০২

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজনে শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

১. সরকারি বা বেসরকারি যে ধরনের নিরাপত্তা সেবা সংস্থার মাধ্যমেই নিরাপত্তার আয়োজন ও তা বাস্তবায়ন হোক না কেন, এক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি সযত্নে খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিশুর অধিকারের ওপর এর কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

২. নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যবসায়িক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩. নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনো কাজে সরাসরি অথবা সরকারি বা বেসরকারি কোনো নিরাপত্তা সেবাদানকারী সংস্থার মাধ্যমে শিশুদের নিয়োগ বা ব্যবহার করা যাবে না।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

খ. নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজনে শিশুর অধিকারের প্রতি সমর্থন

বেসরকারি ঠিকাদার অথবা সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নিরাপত্তা সেবার ব্যবস্থায় বিকাশমান সর্বোত্তম উপায় চর্চার জন্য সব ধরনের ব্যবসাকে উৎসাহিত করা।

© UNICEF/NYHQ2004-1163/LEMOYNE

নিরাপত্তার ব্যবস্থা আয়োজনের সময় শিশুঅধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা

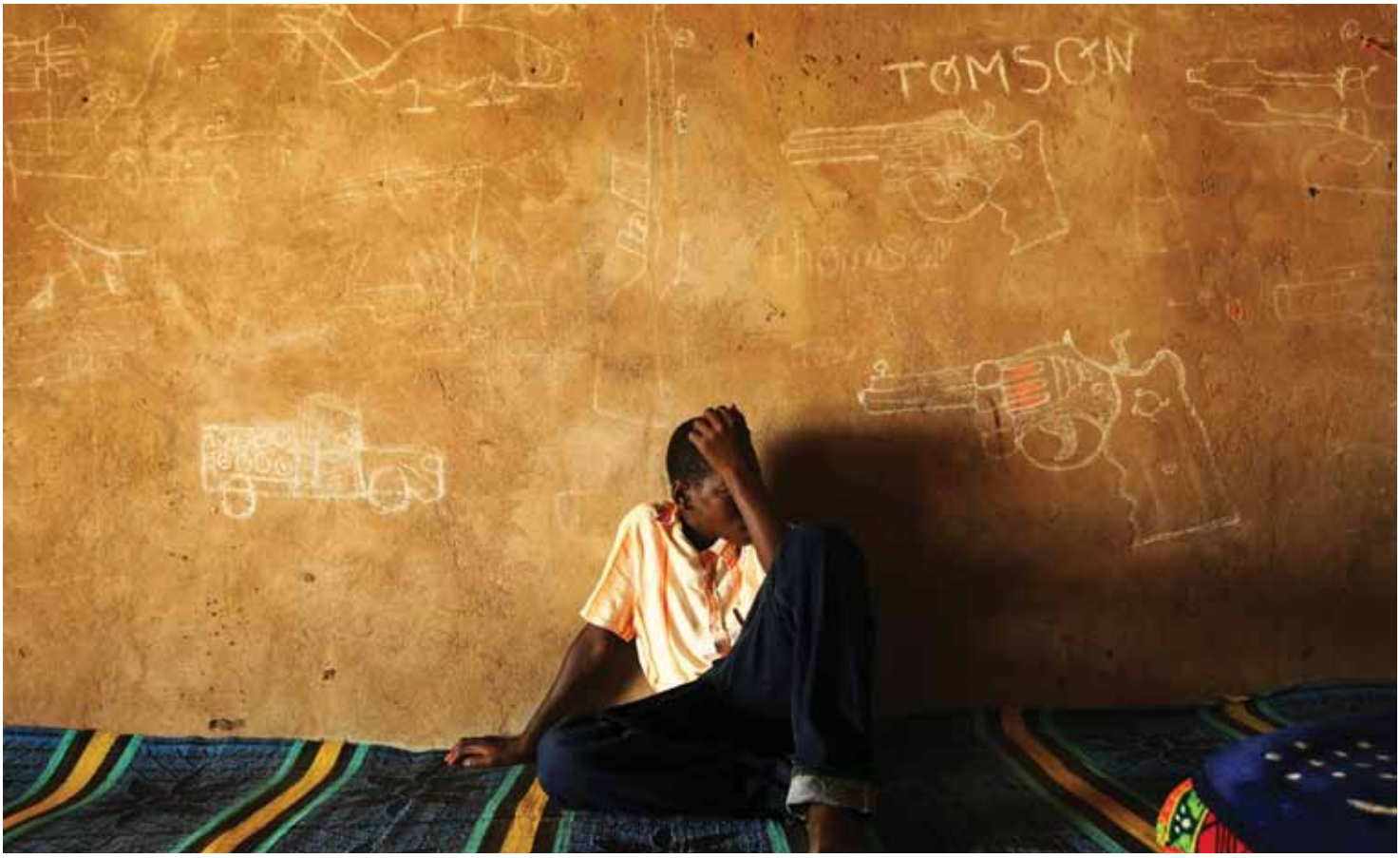

© UNICEF/NYHQ2010-1152/ASSELIN

একটি সরকারি, বেসরকারি ও কোম্পানিগুলোর সম্মলিত উদ্যোগে ২০০০ সালে প্রয়োগ হওয়ার পর থেকে নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের নীতি- ব্যবসায়ীদের একটি কাঠামোর মধ্যে ভারী শিল্প ও জ্বালানি খাতের ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেয়, যা মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। স্বেচ্ছাশ্রম নীতিমালাই একমাত্র মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা যেটা বিশেষভাবে তেল, গ্যাস ও খনিখনন কোম্পানিগুলোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা তিন খাতে কাজ করে: ঝুঁকি নিরূপণ, জননিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। স্বেচ্ছাশ্রম নীতিমালায় যা বলা আছে: "অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের প্রচার ও তা রক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবে এবং এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বেসরকারি সংস্থা, শ্রমিক সংঘ ও স্থানীয় সম্প্রদায়সহ ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।"

উত্তম অনুশীলন:
নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের নীতি

৯ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"শুধু যখন ঘটবে তখন নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবসময় জরুরি অবস্থা নিয়ে ভাবা উচিত। এর অর্থ হলো ক্ষতি হ্রাস ও প্রশমনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচি থাকতে হবে।"

ব্রাজিলে তরুণ জনগোষ্ঠী, শিশু অধিকার ও ব্যবসা মূলনীতি প্রণয়নের উদ্যোগের জন্য শিশুদের পরামর্শসমূহ

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে শিশু অধিকার খর্ব হয় এমন কোনো কাজ বা পদক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে। সশস্ত্র সংঘাত ও অন্য যে কোনো ধরনের *জরুরি পরিস্থিতির* ক্ষেত্রে মানবাধিকারের অতিরিক্ত ঝুঁকির বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মানবাধিকার রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জরুরি অবস্থা শিশুর অধিকারের ওপর যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, এবং নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকতে পারে, যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী, নির্বাসিত, অভিবাসী, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারের শিশু এবং অভিভাবকহীন শিশু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুরা অন্তর্ভুক্ত এবং ছেলে ও মেয়ে শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে আক্রান্ত হতে পারে।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

খ. জরুরি পরিস্থিতির শিকার শিশুদের অধিকার রক্ষায় সমর্থন

১. কর্মী ও কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে জরুরি অবস্থায় শিশুদের ওপর সহিংসতা, শোষণ ও নিপীড়নের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জরুরি অবস্থার শিকার শিশুদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করা।

২. প্রয়োজন মতো ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ও মানবিক সংস্থাগুলোকে সমর্থন দিতে হবে। চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতার একটি কাঠামোর মধ্য দিয়ে এই সহায়তা করতে হবে।

৩. স্থিতিশীল শান্তি ও উন্নয়ন বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখুন।[১১]

© UNICEF/NYHQ2006-1679/BROOKS

[১১] উদাহরণস্বরূপ দেখুন, the joint United Nations Global Compact - Principles for Responsible Investment publication, 'Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies and Investors', ২০১০ http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html

জরুরি অবস্থার শিকার শিশুদের সুরক্ষায় সহয়তা করা

© UNICEF/NYHQ2010-0681/JERRY

উদ্বাস্তু শিশুদের জন্য শিক্ষার উপকরণ যোগাতে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা কাজ করছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে দল বেধে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ দলসহ সংস্থাটি কাজ করছে। এই যৌথ প্রয়াসের একটি বড় উদ্যোগ হলো আফ্রিকার দেশ চাদের পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তু শিশুর জন্য দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অগ্রগতি তুলে ধরতে ব্যবস্থাপনাগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মুনাফাভোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাটিকে টেকসই কর্মসূচি, ত্রাণ সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি নির্ধারণে সহযোগিতা করেছে। একটি বড় বাধা হলো কোনো স্থানে চলমান সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা শিশুদের জন্য টেকসই শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ ও একটি ধারাবাহিক সময়ের জন্য উপযুক্ত একটি পাঠ্যক্রম প্রতিষ্ঠাকে কঠিন করে তোলে। কর্মসূচির প্রাথমিক প্রশ্নপত্রে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেগুলো সমাধান করা যায়। উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতির বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতেও সহযোগিতা করবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো।

উত্তম অনুশীলন:
উদ্বাস্তু শিশুদের জন্য দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা

১০ সকল ব্যবসার উচিত →→→

"সবাই মিলে আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলবো যেখানে সকল মেয়ে ও ছেলে তাদের শৈশব উপভোগ করতে পারে - শৈশব খেলাধুলা ও শিক্ষা অর্জনের সময়, যে সময়টাতে তারা ভালোবাসা, সম্মান ও প্রশংসা পায় এবং কোনো বৈষম্য ছাড়াই তাদের অধিকার রক্ষা ও এগুলেকে সাহায্য করা হয়..."

'শিশুদের উপযোগী একটি বিশ্ব', জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভা, ১১ অক্টোবর ২০০২

ব্যবসার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সম্মান জানানো উচিত:

ক. শিশুদের অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাগুলোকে খাটো করে না দেখে সহায়তা করা উচিত। আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করা ও দায়বদ্ধ ব্যবসায়িক অনুশীলনের চর্চার স্বীকৃতি দিতে হবে। এর মধ্যে রাজস্ব বাড়াতে কর প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, কারণ শিশুদের অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয়।

সমর্থনের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

খ. শিশুদের অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাগুলোকে সমর্থন করুন।

গ. শিশুদের জন্য কৌশলগত সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ বিবেচনায় নেওয়া

বিদ্যমান কর্মসূচি বা পরিকল্পনায় এবং সরকার, সুশীল সমাজ ও শিশুদের সহযোগিতায় সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, শিশু সুরক্ষা ও শিশুর অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোকে শিশুদের জন্য অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে শিশু ও শিশু বিশেষজ্ঞরা।

© UNICEF/NYHQ1999-0859/LEMOYNE

শিশুঅধিকার সুরক্ষা ও পূরণে কমিউনিটি এবং সরকারের প্রচেষ্টাসমূহকে আরো জোরদার করা

© UNICEF/NYHQ2009-1926CROP/PIROZZI

একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা করতে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টাগুলোকে সমর্থন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। চাকুরিজীবীরা এই কর্মসূচির সাফল্যে ভিত্তি। ২০০৫ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে কোম্পানির কর্মীরা অনেক স্থানীয় শিশুদের উদ্যোগের জন্য তাদের সময় ও অর্থ দান করছেন। সব দান সমন্বয়ের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্যোগকে কাজে লাগাতে সহায়তা করছে। এখন পর্যন্ত ৩৩ লাখ মার্কিন ডলার এসেছে এই শিক্ষা প্রকল্পে।

উত্তম অনুশীলন:
প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকারকে সমর্থন করবে চাকুরীজীবীরা

শিশু অধিকার সনদের সারসংক্ষেপ

নীচের বিষয়গুলো শিশু অধিকার সনদের অনানুষ্ঠানিক সারসংক্ষেপ। সনদ ও এর ঐচ্ছিক প্রটোকলগুলো পাওয়া যাবে http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/ ঠিকানায়।

প্রস্তাবনা
জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক কিছু মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি ও ঘোষণার সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদগুলো এই প্রস্তাবনা স্মরণ করে। এটি আবারো দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, তাদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের কারণে, শিশুদের বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষা দরকার এবং এখানে পরিবারের প্রাথমিক যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্বের প্রতিও বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি দৃঢ়তা সহকারে জন্মের আগে ও পরে শিশুর জন্য আইনি এবং অন্যান্য সুরক্ষা, শিশুর সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয় পুনর্ব্যক্ত করে।

অনুচ্ছেদ ১
একটি শিশুর সংজ্ঞা। ১৮ বছরের নীচে সব ব্যক্তি শিশু হিসেবে স্বীকৃত, যদি না জাতীয় পর্যায়ে শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ২
বৈষম্যহীনতা। কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল শিশুর জন্য সব অধিকার প্রযোজ্য। শিশুদের যে কোনো ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করা এবং তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের (জাতীয় সরকার) বাধ্যবাধকতা।

অনুচ্ছেদ ৩
শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ। শিশু সংশ্লিষ্ট সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ স্বার্থ পূর্ণ বিবেচনায় নিতে হবে। পিতা-মাতা কিংবা পিতা-মাতার ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি যখন শিশুর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্র সেই শিশুর যথাযথ যত্ন নিবে।

অনুচ্ছেদ ৪
অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন। এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে রাষ্ট্র অবশ্যই সবধরনের চেষ্টা করবে।

অনুচ্ছেদ ৫
মাতাপিতার তত্ত্বাবধান ও শিশুর বিকাশমান সামর্থ্যসমূহ। রাষ্ট্র অবশ্যই মাতাপিতার অধিকার ও দায়িত্বসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং যৌথ পরিবার শিশুর বিকাশমান সামর্থ্যসমূহের জন্য উপযোগী নির্দেশনা দিবে।

অনুচ্ছেদ ৬
জীবন, বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন। প্রত্যেক শিশুর জীবনধারণের সহজাত অধিকার রয়েছে, এবং শিশুর বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭
নাম ও জাতীয়তা। জন্মের সময় শিশুর নাম পাওয়ার অধিকার আছে। শিশুর জন্মগ্রহণের পর জাতীয়তা অর্জন এবং যত দূর সম্ভব মাতাপিতার পরিচয় জানবার এবং তাদের কাছে পালিত হওয়ার অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ৮
পরিচিতি রক্ষা। শিশুর পরিচিতি রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিশুর পরিচয়ের মৌলিক দিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্র বাধ্য। শিশুর পরিচিতিতে তার নাম, জাতীয়তা এবং পারিবারিক বন্ধন অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ৯
মাতাপিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। মাতাপিতার সঙ্গে শিশুর বসবাসের অধিকার রয়েছে যদি না তা শিশুর স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়। শিশু যদি পিতা বা মাতা অথবা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সেক্ষেত্রে শিশুর অধিকার রয়েছে দুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করার।

অনুচ্ছেদ ১০
পারিবারিক পুনর্মিলন। শিশু এবং মাতাপিতা পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কিংবা সন্তান ও মাতাপিতার সম্পর্ক রক্ষার্থে যে কোন দেশত্যাগ করতে এবং তাদের নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ১১
অবৈধ স্থানান্তর ও ফিরে না আসা। মাতাপিতা বা তৃতীয় কোনো পক্ষের দ্বারা শিশুদের অপহরণ ও অবৈধভাবে বিদেশে পাচার থেকে রক্ষা করা ও প্রতিকার বিধানে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১২
শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। একটি শিশুর মুক্তভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে এবং যে কোনো বিষয়ে বা শিশুকে প্রভাবিত করে এমন সকল বিষয়ে একটি শিশুর মতামতকে বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৩
মত প্রকাশের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে শিশুর মত প্রকাশের, তথ্য ধারণ ও ধ্যানধারণা অন্বেষণ গ্রহণ ও জ্ঞাপনের অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১৪
চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। উপযুক্ত অভিভাবকের দিকনির্দেশনার কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্র শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

অনুচ্ছেদ ১৫
সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা। অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করার এবং কোন সংগঠনে যোগ দেওয়ার বা গঠন করার অধিকার শিশুদের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৬
গোপনীয়তার সুরক্ষা। নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার এবং বাসস্থান অথবা যোগাযোগের প্রতি আইন বহির্ভূত উপায়ে হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষার অধিকার শিশুর রয়েছে এবং সম্মান ও সুনামের উপর হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ১৭
যথাযথ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ। নানা উৎস থেকে তথ্য ও তথ্য সামগ্রীতে শিশুর অভিগম্যতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে এবং শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতি কল্যাণে সহায়ক তথ্য প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ প্রদান করবে এবং শিশুর মঙ্গলের পথে ক্ষতিকারক তথ্য সামগ্রী থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৮
মাতাপিতার দায়িত্বসমূহ। শিশুর বিকাশের জন্য মাতাপিতার প্রাথমিক যৌথ দায়িত্ব রয়েছে এবং রাষ্ট্র এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা দেবে। রাষ্ট্র শিশুদের যথাযথ বিকাশে মাতাপিতাকে সহায়তা দেবে।

অনুচ্ছেদ ১৯
শোষণ ও অবহেলা থেকে সুরক্ষা। মাতাপিতা বা শিশুর পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সব ধরনের অযত্ন থেকে রাষ্ট্র শিশুকে রক্ষা করবে এবং অপব্যবহার ও শোষন রোধে এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২০
পরিবারহীন শিশুর সুরক্ষা। পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র বাধ্য এবং এ সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিকল্প পারিবারিক যত্ন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করবে। এই বাধ্যবাধকতা পূরণে পদক্ষেপ গ্রহণের সময় শিশুর সাংস্কৃতিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১
দত্তক গ্রহণ। যেসব দেশে শিশুর দত্তক দেয়া-নেয়ার বিধান স্বীকৃত এবং/বা অনুমতি রয়েছে, সেখানে অবশ্যই শিশুর স্বার্থকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে এবং শিশুর সুরক্ষার জন্য এটি করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ২২
শরণার্থী শিশু। কোন শরণার্থী শিশু বা শরণার্থীর জন্য আবেদনকারী শিশুর বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের সুরক্ষা ও সহযোগিতা দানকারী দক্ষ সংগঠনগুলোকে সহায়তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ ২৩
প্রতিবন্ধী শিশু। মর্যাদার সাথে একটি শোভন ও পরিপূর্ণ জীবন উপভোগে সাহায্য করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় আত্ম-নির্ভরতা ও সামাজিক একাগ্রতা নিশ্চিত করতে একটি প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ২৪
স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা। শিশুর সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হ্রাস এবং প্রাথমিক ও রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার ওপর শরিক রাষ্ট্রগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কোনো শিশু যাতে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য লড়াই চালিয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ২৫
আশ্রয়স্থলের সময়কালীন পর্যালোচনা। পরিচর্যা, সুরক্ষা অথবা চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্র যে শিশুকে আশ্রয় দিয়েছে তার নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যাপারে শিশু অধিকারকে স্বীকৃতি দিবে।

অনুচ্ছেদ ২৬
সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক বীমা সুবিধাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে সুবিধা পাবার অধিকার শিশুর রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৭
জীবনযাত্রার মান। প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মাতাপিতার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, শিশুর জন্য পর্যাপ্ত জীবনমান নিশ্চিত করা। এ দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কীনা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পালিত হচ্ছে কীনা তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মাতাপিতা ও শিশুদের জন্য সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করাও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ২৮
শিক্ষা। শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, প্রত্যেক শিশুর জন্য বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে উৎসাহ দেয়া, যোগ্যতার ভিত্তিতে সবার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি যাতে শিশু অধিকার ও মানবিক মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার করবে রাষ্ট্র।

অনুচ্ছেদ ২৯
শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর ব্যক্তিত্ব, ধীশক্তি এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষাদান পরিচালিত হবে। শিক্ষা শিশুকে একটি মুক্ত সমাজের সক্রিয় প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে এবং শিক্ষা যেন শিশুর মাতাপিতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, মূল্যবোধ এবং অপরাপর সাংস্কৃতিক পটভূমি ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান বোধকে জাগিয়ে তুলে।

অনুচ্ছেদ ৩০
সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুরা। সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি উপভোগের এবং নিজস্ব ধর্ম ও ভাষা চর্চার অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ৩১
অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। শিশুর বিশ্রাম, অবকাশ যাপন, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক ও শিল্পচর্চামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩২
শিশু শ্রম। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বেড়ে উঠার জন্য হুমকি স্বরূপ এমন যে কোন কাজ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার শিশুর অধিকার আছে। রাষ্ট্র কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করবে এবং কাজের শর্তাবলী সম্পর্কে নিয়মকানুন ঠিক করে দিবে।

অনুচ্ছেদ ৩৩
মাদকের অপব্যবহার। মাদক ও মনস্প্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের ব্যবহার করা থেকে সুরক্ষার পাওয়ার অধিকার শিশুদের আছে।

অনুচ্ছেদ ৩৪
যৌন উৎপীড়ন। পতিতাবৃত্তি ও যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোনো ক্রিয়াকর্ম বা সামগ্রীতে ব্যবহারসহ সব ধরনের যৌন উৎপীড়ন ও অপব্যবহার থেকে শিশুদের সুরক্ষায় রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৫
বিক্রয়, পাচার ও অপহরণ। শিশু বিক্রয়, পাচার ও অপহরণ রোধে সব ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা আছে।

অনুচ্ছেদ ৩৬
অন্যান্য ধরনের শোষণ। এই সনদের ৩২-৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়নি এমন যে কোন ধরনের শিশু কল্যাণের জন্য অনিষ্টকর শোষণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুদের রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭
নির্যাতন ও মুক্তজীবন-বঞ্চিত। কোন শিশুকেই নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ বা শাস্তিদান, বেআইনিভাবে আটক করা অথবা মুক্ত-জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আঠারো বছরের কম বয়স্ক কোনো অপরাধীকে সর্বোচ্চ শাস্তি ও মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে, তার সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত না হলে, পূর্ণবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা হবে। পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাসহ আইনি ও অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার একজন বন্দি শিশুর আছে।

অনুচ্ছেদ ৩৮
সশস্ত্র সংঘাত। শরিক রাষ্ট্রগুলো ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে। ১৫ বছরের কম বয়সী কোন শিশুকে সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে যুদ্ধ কবলিত শিশুদের সুরক্ষা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র।

অনুচ্ছেদ ৩৯
পুনর্বাসনমূলক পরিচর্যা। সশস্ত্র সংঘাত, নির্যাতন, অবহেলা বা শোষণের শিকার শিশুদের সুস্থতা এবং সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ৪০
শিশুদের বিচার ব্যবস্থা। আইনের সাথে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে একটি শিশুর এমন পরিচর্যা পাওয়ার অধিকার রয়েছে যা শিশুটির আত্মসম্মান ও স্বকীয়তাবোধ তরান্বিত করে, যেখানে প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে শিশুর বয়স বিবেচনায় নেয়া। শিশুদের ক্ষেত্রে যেখানে সম্ভব সেখানে বিচার প্রক্রিয়া ও কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪১
উচ্চ মানদণ্ডের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে শিশু অধিকার সংশিষ্ট যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা যদি এই সনদের চেয়ে উচ্চতর হয়, সেক্ষেত্রে সবসময় উচ্চতর মানদণ্ড বহাল থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪২-৫৪
বাস্তবায়ন এবং কার্যকর করা। এই অনুচ্ছেদসমূহে লক্ষ্যণীয়ভাবে যা আলোকপাত করে:

- ২০টি রাষ্ট্র একত্রে এই সদন গ্রহণ বা অনুমোদনের ৩০ দিনের মধ্যে এটি বলবৎ হবে;
- শরিক রাষ্ট্রের সরকারগুলো এই সনদের অধিকারসমূহ নিজ নিজ দেশে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক নির্বিশেষে সবাইকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার কাজটি করবে;
- এই সনদে উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরীক্ষার জন্য একটি শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি গঠন করবে, যে কমিটির কাছে সংশ্লিষ্ট শরিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সনদটি কার্যকর হবার দুবছরের মধ্যে এবং তারপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;
- কমিটি যাতে সনদ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা দিতে শরিক রাষ্ট্রগুলোকে কমিটির কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;
- শরিক রাষ্ট্রগুলোর সরকার তাদের প্রতিবেদনগুলো সম্পর্কে নিজ নিজ দেশে ব্যাপকভাবে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের আমন্ত্রণে সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে – যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (ইউনেস্কো) বিশেষায়িত সংস্থাগুলো জাতিসংঘের সাথে পরামর্শদানে যোগ্য বেসরকারি সংস্থাসমূহকে কমিটির সভায় যোগদান এবং সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধির আওতায় পড়ে এমন সব বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে, এবং শরিক রাষ্ট্রগুলোর প্রয়োজনসাপেক্ষে কমিটি তাদের কাছে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা অনুরোধ পাঠাতে পারে।
- কমিটি শিশু অধিকারসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট যে কোনো বিষয়ে তার পক্ষে গবেষণা কর্মকাণ্ড গ্রহণের জন্য মহাসচিবের কাছে অনুরোধ জানাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সমীপে সুপারিশ পেশ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই সনদের মাধ্যমে শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্ণোগ্রাফি এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশুর অংশগ্রহণ বিষয়ে শিশুদের অধিকারসমূহ ঐচ্ছিক প্রটোকলগুলোতেও আরো শক্তিশালী হবে।

সকল ব্যবসার উচিত →→→

১ **শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে** প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন এবং শিশুর মানবাধিকারকে সহায়তার অঙ্গীকার করা

২ সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে **শিশুশ্রম নির্মূলে** ভূমিকা রাখা

৩ **তরুণ কর্মী, মাতাপিতা ও পরিচর্যাদানকারীদের** জন্য শোভন কাজের ব্যবস্থা করা

৪ সব ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে **শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা** নিশ্চিত করা

৫ **পণ্য ও সেবাসমূহ নিরাপদ** কীনা নিশ্চিত করা এবং এগুলোর মাধ্যমে শিশু অধিকার রক্ষায় সমর্থনের সন্ধান করা

৬ শিশু অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমর্থক পণ্যের **বিপণন ও বিজ্ঞাপন** ব্যবহার করা

৭ **পরিবেশ এবং ভূমির** অধিগ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সহায়তা করা

৮ **নিরাপত্তার ব্যবস্থা** আয়োজনের সময় শিশু অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা

৯ **জরুরি** পরিস্থিতির শিকার শিশুদের রক্ষায় সহায়তা করা

১০ শিশু অধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে **কমিউনিটি এবং সরকারের** প্রচেষ্টাসমূহকে আরো জোরদার করা